দৈনিক জনকণ্ঠ

26 JAN 2017 পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

# শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে অশান্ত কুমিল্লা ভার্সিটি

**মীর শাহ আলম, কুমিল্লা থেকে ॥** একশ্রেণীর শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রমোশন, দলাদলি, মারামারি, হাতাহাতি, বাসা-বাড়িতে চুরি-ডাকাতি, পথে-ঘাটে যে কোন ঠুনকো বিষয় নিয়ে বিরোধসহ যেনতেন ঘটনায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে তালা লাগানোর ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে। ক্রমেই বাড়ছে তালাবাজদের দাপট। ক্যাম্পাসের বাইরে দুই শিক্ষকের বাসায় ডাকাতির ঘটনাকে পরিকল্পিত আখ্যা দিয়ে গত ৭ দিন ধরে শিক্ষকদের একাংশের আন্দোলনের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম অচল হয়ে

## ছয় সহস্রাধিক শিক্ষার্থী জিম্মি

পড়েছে। আন্দোলনের কারণে জিম্মি হয়ে পড়েছে ৬ সহস্রাধিক শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীরাও ক্লাস-

*(১৯ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)*

## শিক্ষক শিক্ষার্থীদের

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষার দাবিতে বুধবার ভার্সিটির প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পাল্টাপাল্টি আন্দোলনে অশান্ত হয়ে উঠেছে ভার্সিটি ক্যাম্পাস।

সরেজমিন ঘুরে জানা গেছে, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে জামায়াত-বিএনপিপন্থী একশ্রেণীর শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাদের প্রমোশন ও আত্মীয়-স্বজনদের নিয়োগসহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ে পূর্বের কমপক্ষে ২ জন ভিসির কক্ষে তালা লাগিয়ে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। ওই সুবিধাভোগী শ্রেণী বিভিন্ন সময় ভিসি কক্ষ ও প্রশাসনিক ভবনে তালা মারার কারণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হলেও যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আন্দোলন করে অনেকে আসীন হন গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং নিয়োগ বাগিয়ে নেন শিক্ষক নেতাদের অনেকে। এসব ঘটনা বিভিন্ন সময়ে পত্রিকার শিরোনাম হয়েছে। সূত্র জানায়, বিএনপি-জামায়াতপন্থী সুবিধাভোগী ওই শ্রেণী এখন মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠনের ছত্রছায়ায় কথিত আন্দোলনকারী ওইসব তালাবাজরা ছাত্রদের জিম্মি ও বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে অযৌক্তিক দাবি আদায়ে আবারও নানাভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।